দৈনিক খবর

তারিখ 22 DEC 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 1

শিশু শিক্ষায় মুক্তিযুদ্ধ

।। সুমনা শারমীন ।।

সম্প্রতি এক সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে শিশুদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ওপর। এতে প্রশ্ন করা হয়েছিল জাতির পিতা কে? কিংবা রাজাকার কাদের বলা হয় ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উত্তরে এক শিশু বলেছিল, "জানি না, কেমন করে জানবো? আমার বইয়ে যে লেখা নেই।' একেবারে খাঁটি কথা। কোথা থেকে জানবে এ শিশু সেই ঘটনা যে ঘটনা ঘটে গেছে তা, জন্মেরও বহু আগে।

গলদটা গোড়াতেই। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে বলে আমরা রাতদিন আক্ষেপ করছি, দুঃখ করছি। কেনই বা করবো না? আমরা নিজেরা কি পারছি আমাদের নব প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে মুক্তিযুদ্ধের অবিকৃত, নির্ভুল ইতিহাস? না পারিনি।

যে ছোট শিশুর ভুবন স্কুলের পড়া, খেলার সাথী আর বাবা-মাকে ঘিরে, তাকে কি পারছি আমরা পাঠ্যসূচীর মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানাতে। আমরা সবাই ভাবি এবং অপেক্ষা করে থাকি— একটি শিশু বড় হবে, তার নিজের বিচার-বুদ্ধি হবে। তারপর সে আপনা থেকেই পড়ে ফেলবে স্বাধীনতার ষোলটি খণ্ড। কিংবা স্বাধীনতাকে উপজীব্য করে লেখা সমস্ত রচনা। প্রকৃতপক্ষে তা কি হয়, না-কি হচ্ছে? শিশু থাকা অবস্থায় যে কোনদিন শোনেনি 'রাজাকার' বা মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকদের নাম বা পরিচয়, পরিণত বয়সে তারা কি করে এদের আসল এবং কুৎসিৎ চেহারাটা সঠিকভাবে জানতে উৎসাহী হবে।

মুক্তিযুদ্ধ একটি ব্যাপক ঘটনা। এর ইতিহাস উপস্থাপনাও হতে হবে ব্যাপকভাবে, বিস্তৃতভাবে। তবেই না এর মূল্যবোধ থাকবে অবিনশ্বর। ইদানীংকালে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বীর শ্রেষ্ঠদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই, মুক্তিযুদ্ধকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিতে কেন যেন যত্নের অভাব চোখে পড়ে। কোথায় যেন দায়সারা ভাব লক্ষণীয়।

কিন্ডার গার্টেনগুলোতে যে শিশুরা পড়ে তারা লম্বা লম্বা ইংরেজী ছড়া মুখস্ত করছে, কখনও সুর করে গান গাইছে। কখনও বা রূপকথার গল্প শিখছে। এ দেশের প্রেক্ষাপটে কিংবা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। এত কিছুর মাঝে মুক্তিযুদ্ধের কোন কথা, কোন ইতিহাসই তাদের শিখতে দেয়া হচ্ছে না, জানতে দেয়া হচ্ছে না। বড়ই পরিতাপের বিষয়। একটুখানি অবহেলা আর উদাসীনতার কারণে ক্রমেই আমরা এক মারাত্মক এবং খারাপ সময়ের দিকে এগুচ্ছি।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, নীচু শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলে একটি শিশু কেবল একটি যুদ্ধের, একটি অত্যাচার আর অবিচারের কাহিনীই শুনবে না, সাথে সাথে শুনবে সেই সময়ের কথা যখন মানুষ সত্যি সত্যিই স্বার্থ হতে জেগেছিল, দৈন্য হতে জেগেছিল। নীচতা, ক্ষুদ্রতা ছেড়ে অনেক উপরে উঠে এসেছিল। যে সময় বিশ্বাস, ভালবাসা, সহযোগিতা এ শব্দগুলোর মূল্য ছিল প্রতিটি মানুষের জীবনে। আজকের যার অভাব সবচেয়ে বেশী। ছোট্ট শিশু 'শব্দ' শিখবার পর বাক্য লিখতে শেখে। শিক্ষক তাদের ছোট ছোট বাক্য তৈরী করতে শেখান। প্রবণতা থাকলে, আন্তরিকতা থাকলে এর মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে শিশুর প্রথম পরিচয় ঘটানো সম্ভব। অন্ততঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরবর্তীতে ধীরে ধীরে জানবার কৌতূহল শিশুর মনে জাগিয়ে তোলা সম্ভব— এ প্রত্যয় আমার আছে। এমনিতেই স্বভাবগত কারণেই শিশুরা কৌতূহলী। অজানাকে জানবার ইচ্ছা তাদের অদম্য। তাদের এই কৌতূহলী মনটা কোন্ পথে চলবে? কোন্ ধারায় এগুবে সে পথ প্রদর্শকের দায়িত্বতো আমাদেরই নিতে হবে। আমরা যদি একটু পরিকল্পিত উপায়ে তাদের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করি। যেমন কে আমরা? কোথা থেকে আমাদের শুরু? কোথায় আমাদের অস্তিত্ব আর কোন্ লক্ষ্যে আমরা এগুচ্ছি— এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর তাদের জানাতেই হবে। অবশ্য আগেই বলেছি, সবার আগে বিভিন্ন প্রশ্ন তাদের মনে জাগাতে হবে, তবেই না উত্তর জানবার প্রসঙ্গ। এ প্রশ্ন জানতে হলে, এর উত্তর শিখতে হলে মুক্তিযুদ্ধের দ্বারে আমাদের ফিরে যেতে হবে বার বার।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঃ এবারের বিজয় দিবসে — খবর

বিজয় দিবস এলেই মুক্তিযুদ্ধের ওপর অনেক কথা, অনেক লেখালেখি আর আলোচনা হয় প্রতি বছর। এবারও হচ্ছে, হবে। কিন্তু শিশুদের উপযোগী সহজ ভঙ্গীতে লেখা মুক্তিযুদ্ধের রচনা নিয়ে খুব একটা উৎসাহ উদ্দীপনা কোন বছরই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কোন কোন ব্যক্তি দৈবাৎ বলে ফেলেন এ ধরনের বক্তব্য। তবে রীতিমত চ্যাঁচামেচি করে যে সমাজে কিছু হয় না, সেখানে খুব জোরালো না হলে কোন বক্তব্যই টেকে না।

এবারে তাই এই কথাটাই না হয় ভাবা যাক— শিশুদের পাঠ্যসূচীতে কতটা আকর্ষণীয়ভাবে তাদের উপযোগী করে মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করা যায়? আজকে মুক্তিযুদ্ধের ১৭টি বছর পেরিয়ে এসেছি। আজকের অনেক বাবা-মা মুক্তিযুদ্ধের সময় জন্মেছিলেন ঠিকই; কিন্তু নিজেরাই ছোট থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, বোঝেনি, তারা তাদের শিশুদের, সন্তানদের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন কেমন করে? তাই বলে কি আজকের শিশু মুক্তিযুদ্ধ জানবে না? তাহলে তো তার নিজেকেই জানা হল না। অসম্পূর্ণ নিজেকে নিয়ে জীবন চলতে গেলে ভারসাম্যহীনতা আসবেই। অতএব জানতেই হবে মুক্তিযুদ্ধ। অবিকৃত, নির্ভুল ইতিহাস। জানতে হবে শিশুদের। তাদের পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করতে হবে, অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ দেশের প্রতিটি শিশু যদি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানবার জন্য কৌতূহলী হয়, আগ্রহী হয়, মা-বাবার কাছে বায়না ধরে— 'বল না মা, কেমন করে পাকিস্তানীদের হারিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করলো?' তাহলে বুঝতে হবে আমরা অনেকটা পথ এগিয়েছি। চক্রান্তকারী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী দলেরা খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। এ প্রত্যয় নিয়ে আমরা চেয়ে রইলাম সেই শুভদিনের আশায়।